10055 - আহলে-বাইত কারা

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহল বা পরিবার কারা?

হাদিসে 'ছাকালাইন' এ এসেছে ফাতেমা, আলী, হাসান, হুসাইন এনারাই হচ্ছেন আহলে বাইত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইত নির্ধারণে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহল হচ্ছে– তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তানগণ, বনু হাশেম, বনু আব্দুল মোত্তালিব এবং এদের সকলের আযাদকৃত দাসগণ। কেউ কেউ বলেছেন: তারা হচ্ছেন– কুরাইশ গোত্র। কেউ কেউ বলেছেন: আলে-মুহাম্মদ হচ্ছেন– উম্মতে মুহাম্মদীর তাকওয়াবান ব্যক্তিরা। কেউ কেউ বলেন: সকল উম্মতে মুহাম্মদী।

অগ্রগণ্য মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীবর্গ আহলে-বাইত এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। দলিল হচ্ছে– আল্লাহ্‌ তাআলা নবীর স্ত্রীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়ার পরে বলেন: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (অর্থ- হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।) এছাড়া ফেরেশতারা ইব্রাহিম (আঃ) এর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন: رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (অর্থ- হে আহলে বাইত, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত বর্ষিত হোক।) এবং যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা আগত আয়াতে লুত আলাইহিস সালাম এর স্ত্রীকে তাঁর আহল থেকে বাদ দিয়েছিলেন: إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ (অর্থ- কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেবে। তবে তার স্ত্রীকে নয়।)[সূরা হিজর, আয়াত: ৫৯-৬০] এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কারো স্ত্রী তার পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বনু মোত্তালিব: ইমাম আহমাদ থেকে এক বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফেয়ির অভিমত অনুযায়ী 'তারা নবীর আহল বা পরিবারভুক্ত'। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ির মতে, বনু মোত্তালিব নবীর আহল বা পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম আহমাদ থেকে এ মতের পক্ষেও একটি বর্ণনা রয়েছে। এ মাসয়ালায় অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে– বনু মোত্তালিব নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জুবায়ের বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি এবং 'উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি খাইবারের প্রাপ্ত খুমুস (পঞ্চমাংশ) থেকে বনু মোত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন; আমাদেরকে দেননি। অথচ আমরা ও তারা সম্পর্কের দিক থেকে আপনার কাছে একই পর্যায়ের। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিঃসন্দেহে বনু হাশিম ও বনু মোত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী।[সহিহ বুখারী (২৯০৭), সুনানে নাসাঈ (৪০৬৭) ও অন্যান্য]

আহলে-বাইত এর মধ্যে বনু হাশেমে বিন আবদে মানাফও অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা হচ্ছে– আলী (রাঃ) এর বংশধর, আব্বাস (রাঃ) এর বংশধর, জাফর (রাঃ) এর বংশধর, আকীল (রাঃ) এর বংশধর, আল-হারেছ বিন আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ) এর বংশধর। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন; যে স্থানটিতে পানির উৎস ছিল। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, উপদেশ দিলেন, আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর বললেন: 'সুধীমণ্ডলী! জেনে রাখুন, আমি একজন মানুষ! হতে পারে আমার রবের দূত আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি এলে আমি (তাঁর ডাকে) সাড়া দিয়ে চলে যাব। কিন্তু, আমি আপনাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে- আল্লাহ্‌র কিতাব; যাতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। - আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন-। তিনি বলেন: আর আমার পরিবার। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসাইন তাকে বললেন: হে যায়েদ! তাঁর পরিবার কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর পরিবার নয়? তিনি বললেন: নিশ্চয় তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু, তাঁর পরিবার হচ্ছেন– তাঁর মৃত্যুর পর যাদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। তিনি বললেন: তারা কারা? তিনি বলেন: তারা হচ্ছেন– আলী (রাঃ) এর বংশধর, আকীল (রাঃ) এর বংশধর, জাফর (রাঃ) এর বংশধর এবং আব্বাস (রাঃ) এর বংশধর। তিনি বললেন: এদের সকলের জন্যে কি সদকা গ্রহণ হারাম? তিনি বললেন: হ্যাঁ।[মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৬৪)]

আযাদকৃত দাস এর ব্যাপারে দলিল হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস 'মেহরান' থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আমরা তথা মুহাম্মদের পরিবারের জন্য সদকা হালাল নয়। কোন গোত্রের আযাদকৃত দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[মুসনাদে আহমাদ (১৫১৫২)]

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহল হচ্ছে– তাঁর স্ত্রীবর্গ, তাঁর বংশধরগণ, বনু হাশেম, বনু আব্দুল মোত্তালিব এবং তাদের আযাদকৃত দাসগণ। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।